ইউনিট ৩
বিদ্যালয় প্রশাসন

ইউনিট ৩ বিদ্যালয় প্রশাসন

বিদ্যালয় কার্যকলাপ যৌথ কার্যকলাপের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের একার ব্যাপার নয়। আর তাই বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকান্ডের সাফল্য ও বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এর সু-সংগঠন ও সুপরিচালনের উপর। সেই জন্যই বিদ্যালয়কে কিভাবে সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত করা যায়; একজন শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তার সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ ৩.১ বিদ্যালয় প্রশাসনের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশাসন বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় প্রশাসন কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বিদ্যালয় প্রশাসনের পরিধি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশাসনের স্বরূপ

প্রথমে বুৎপত্তিগত অর্থ দিয়েই প্রশাসনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রশাসন শব্দটি ইংরেজি Administration শব্দটির পারিভাষিক প্রতিশব্দ। প্র-উপসর্গ শাসন শব্দের আগে বসে প্রশাসন শব্দটি তৈরি করেছে। প্র-উপসর্গটি এখানে প্রকৃষ্ট বা উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে প্রশাসন শব্দের অর্থ হলো প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা। এখন শাস্ ধাতুর সাথে অন প্রত্যয়টি যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে শাসন শব্দটি। শাস্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেয়া বা যথাযথভাবে কাজ করিয়ে নেয়া।
এবার প্রশাসন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আমরা বলতে পারি-প্রকৃষ্ট উপায়ে যতাযথভাবে কাজ করিয়ে নেয়া এবং কাজ না করলে শাস্তি দেয়া।

ইংরেজি Administration শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Administrate থেকে। ad অর্থ সেবা বা কল্যান করা; ministrate অর্থ ব্যবস্থাপনা। administration শব্দটি সেবা বা কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এই অর্থ প্রকাশ করে। অন্য কথায় বলা যায়, "মানুষের সমষ্টিগত কর্মকান্ডকে পরিচালনা বা যথাযথভাবে নির্বাহ করার নামই প্রশাসন। এই পরিচালনা অবশ্যই কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট কার্য ব্যবস্থা" Luther Gullick বলেছেন, "Administration has to do with getting things done; with the accomplishment of defined objective" সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মানসে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর যথাযথ সমন্বয় ও পরিচালন এর কার্যধারাকেই প্রশাসন বলে।

বিদ্যালয় প্রশাসন

শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয় সেগুলো কার্যকরী করার যে ব্যবস্থাপনা তাই হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রশাসন।

উপরের প্রশাসনের বিশ্লেষিত স্বরূপের আলোকে বিদ্যালয় প্রশাসনকে আমরা বলতে পারি বিদ্যালয়য়ের সুচিন্তিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট কার্য ব্যবস্থা। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয় সেগুলো কার্যকরী করার যে ব্যবস্থাপনা তাই হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রশাসন।

বিদ্যালয় প্রশাসনের পরিধি

আমরা দেখলাম বিদ্যালয়ের কাজ সহজে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই বিদ্যালয় প্রশাসন। বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

(১) স্থিতিশীল
(২) গতিশীল

স্থিতিশীল অংশ সপ্তাহ, পক্ষ, মাস বা বৎসরে একই নিয়মে চলে, যেমন সময়-পত্রিকা, শ্রেণীগঠন ইত্যাদি। গতিশীল অংশ সব সময় পরিবর্তিত হয়। যেমন- পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডের স্থিতিশীল অংশই প্রশাসনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শ্রেণী গঠন করা, সময়-পত্রিকা নির্মাণ করা, শিক্ষকের দায়িত্ব নির্দেশ ও বন্টন করা, হিসাব সংরক্ষণ, নথি সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, আসবাব ও উপকরণ সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকদের সাথে সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা, ছাত্রদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যান্য কর্মচারীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শ্রেণী পাঠ ছাড়া বিদ্যালয়ে বাকী প্রায় সমস্ত ক্রিয়াকলাপই প্রশাসনের আওতায় পড়ে।

আগেই বলেছি বিদ্যালয় হচ্ছে যৌথ কর্মের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানেই একাধিক ব্যক্তি বা উপাদানের সমন্বয়ে কোন কর্ম সম্পাদিত হবে সেখানেই প্রয়োজন সুপরিচালনা অর্থাৎ প্রশাসন। একটি বিদ্যালয়ের সুন্দর দালান ও আসবাব থাকতে পারে, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী থাকতে পারেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে পারে কিন্তু প্রশাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কার্যকরী ও উপকারী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলা বা তাদেরকে জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা সম্ভব হবে না। প্রশাসন ব্যবস্থা না থাকলে উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে না। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে যৌথ কর্মতৎপরতা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য প্রশাসন একান্ত আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩. ১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বিদ্যালয় কর্মকান্ডের কোন্ অংশ প্রশাসনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়?

i) শ্রেণী পাঠনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার অংশ
ii) কর্মকান্ডের গতিশীল অংশ
iii) কার্মকান্ডের স্থিতিশীল অংশ
iv) গতিশীল ও স্থিতিশীল অংশ

খ. বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা কি?

i) শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল করা
ii) অফিসের কাজে তৎপরতা আনা
iii) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা
iv) বিদ্যালয়ের আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধি করা

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. প্রশাসন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শাস্তি প্রদান করা।

খ. মানুষের সমষ্টিগত কর্মকান্ডকে পরিচালনার নাম প্রশাসন।

পাঠ ৩.২ বিদ্যালয় প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

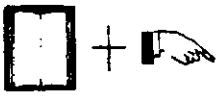

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশ্য যে শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য অর্জনের অনুকূলে এর সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের এই উদ্দেশ্য শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহনের কাজকে উন্নততর করা। প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাহলে আমরা বিদ্যালয় প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি-

১। বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, বা অন্য কথায় শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে সহায়তা করা।

২। শিক্ষা গ্রহণের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। তাই প্রশাসনের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদানের ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৩। বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় গৃহ বলা যায়। সুতরাং তাদের সার্বিক বিকাশ অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করাও বিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশ্য।

৪। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজেরই প্রয়োজনে সৃষ্ট। সুতরাং বিদ্যালয়কে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ও সমাজকে বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত করাও বিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি।

প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে কোন জনগোষ্ঠীতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। প্রাচীন সমাজে এই প্রশাসন ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। ধীরে ধীরে যখন সমাজ ব্যবস্থা জটিলতর হতে থাকল, বিদ্যালয়ের উদ্ভব হল তখন শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে শিক্ষার নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে চার্চের ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতার চেয়ে বেশি।

ঠিক যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর উদ্ভব ঘটেছে একটি জনগোষ্ঠির অথবা নেতৃবর্গের ধ্যান, ধারণা, বিশ্বাস, রীতি, প্রথা ও মূল্যবোধ থেকে তেমনি প্রশাসনিক কাঠামোও গড়ে উঠেছে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্টীয় প্রয়োজন ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে শিক্ষার নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে চার্চের ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতার চেয়ে বেশি। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর প্রশাসন এমনভাবে গঠিত হতো যা ধর্মীয় নেতা ও ধর্মীয় সংস্থায় সম্পূর্ণ আস্থাবান জনগোষ্ঠি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আবার আধুনিক রাষ্টসমূহের বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্যাবলী স্বীকৃত হতে থাকল যা জনগণের ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঐ সব উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে থাকল। ঐ সব প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন কাঠামোর দিক দিয়ে তেমনি কর্মধারার দিক দিয়ে একে অপরের থেকে অনেক আলাদা।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্নধর্মী শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় তা সে দেশের স্বীকৃত ও প্রচলিত শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। যে দেশ বা সমাজ বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর চাহিদা মিটানোর জন্যই শিক্ষার আয়োজন, সে সমাজ ও দেশে

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রশাসন কঠোর কেন্দ্রীভূত প্রকারের হবে। এ সম্বন্ধীয় যে কোন ধ্যান ধারণা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আদর্শের আলোকেই হতে হবে।

অন্যদিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশগুলোতে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনগণ বিদ্যালয় প্রশাসন বিকেন্দ্রীভূত রাখতে তৎপর। কি শিক্ষা দেয়া হবে এবং কিভাবে শিক্ষা দেয়া হবে সে সব ব্যাপারে তাঁরা কোন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর চাপে প্রভাবিত হতে চান না। তাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে এমন মানুষ গড়ে তুলতে চান যারা মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সুচিন্তিত সমাধানে পৌছতে সক্ষম হবে। এসব দেশে রাষ্ট্র বা ধর্মীয় সংস্থা নয় বরং জনগণই বিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন হবে শিক্ষা প্রশাসনও তেমনি ধারায় গড়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য কোন্‌টি?

i) শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ
ii) শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশ
iii) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান
iv) সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করা

খ. প্রাচীন সমাজে শিক্ষা প্রশাসন কীরূপ ছিল?

i) সহজ
ii) জটিল
iii) খুবই সহজ
iv) খুবই জটিল

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা একই রকম।

খ. যে দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন হবে শিক্ষা প্রশাসনও তেমনি ধারায় গড়ে উঠবে।

পাঠ ৩.৩ বিদ্যালয় প্রশাসনের মূলনীতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় প্রশাসনের মোটামুটিভাবে সর্বসম্মত মূলনীতি কোন্‌গুলো তা বলতে পারবেন।

মূলনীতি

উদ্দেশ্যের ঐক্য

যে কোন প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নির্ধারিত এবং এর সদস্যদের দ্বারা স্বীকৃত ও গৃহীত বা আত্মীকৃত হতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনের নানা রকম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এই সব উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বর্ণিত না থাকলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। এতে করে দলের কর্মদক্ষতা কমে যাবে। তাই বিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত, সুনির্দিষ্ট ও সদস্যদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব

কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব দিলে তাকে সে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও প্রদান করতে হবে। প্রশাসনের প্রত্যেক ব্যক্তির জানা থাকা চাই কোন্ কাজের জন্য কার কাছে সে দায়ী এবং প্রশাসনের কোন ব্যক্তিরই একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দেশ নিতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়। বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যেক সদস্যের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব ও ক্ষমতা যদি এইভাবে সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দেয়া হয় তা হলে কাজের যেমন সুবিধা হবে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও তেমনি কম থাকবে।

কর্মচারী-নীতি

একটি প্রশাসনের সুস্পষ্ট কর্মচারী নীতি থাকা চাই। একটি প্রশাসনের কর্মচারী নীতি হওয়া উচিত ঃ উপযুক্ত লোক বাছাই, অনভিজ্ঞদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অনুপযুক্ত লোক বদল এবং সব সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সব সদস্যের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত চাহিদা ও সুযোগ সুবিধার দিকে মনোযোগ দিয়ে দলীয় মনোবল অক্ষুণ্ন রাখা সর্বোচ্চ কাজ আদায়ের জন্য প্রয়োজন।

নিরাপত্তা

প্রশাসনের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে নিরাপত্তা বোধ থাকা প্রয়োজন। দলের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা থাকতে পারে কিন্তু নিরাপত্তার চাহিদা সার্বজনীন। এই চাহিদা পরিপূরণের ব্যবস্থা প্রশাসনের দিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে কোন কাজের ফলাফলে সফলতা আনয়নের জন্য কার্যাবলী, আগ্রহ, দক্ষতা ও কার্যভার এর সমন্বয় বিধান করা দরকার।

সমন্বয় বিধান

যে কোন কাজের ফলাফলে সফলতা আনয়নের জন্য কার্যাবলী, আগ্রহ, দক্ষতা ও কার্যভার (assignments) এর সমন্বয় বিধান করা দরকার। প্রশাসন যত বড় ও জটিল হবে এই নীতির প্রয়োজনীয়তাও তত বেশি অনুভূত হবে।

একাত্মতাবোধ ও আনুগত্য

প্রশাসনের সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের প্রতি যেন অনুগত থাকে এবং এর উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করে সেদিকে প্রশাসনকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

স্থিতিশীলতা

ফলাফল মূল্যায়িত না হওয়া পর্যন্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সুপ্রশাসনের একটি পূর্বশর্ত। যে প্রশাসন নীতি বা কার্যক্রম ঘন ঘন পরিবর্তন করে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে কোন নীতি বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক না কেন তা সুচিন্তিতভাবে গৃহীত হতে হবে এবং একবার গৃহীত হলে তা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে তবেই পরিবর্তন করা উচিত।

নমনীয়তা

নীতিমালা এবং কার্যক্রম যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তার সুযোগ থাকে। নমনীয়তা নীতি বলতে এটাও বোঝায় যে কোন কার্যক্রম যথেষ্ট দীর্ঘদিন ধরে চলার ও পরীক্ষার পর তা প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করার নীতি অবলম্বন করা। স্থিতিশীলতা ও নমনীয়তাকে দুটি বিপরীতমুখী নীতি মনে হতে পারে। আসলে এ দুটি নীতি প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক।

সহযোগিতা

প্রশাসনের কার্যদক্ষতা বজায় রাখতে হলে যে কোন সংগঠনে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা অত্যাবশ্যক। এই মনোভাব বজায় রাখতে প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে। সহযোগিতার খাতিরে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকতে হবে।

কর্মবন্টন

কর্ম বন্টনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করা প্রশাসনের একটি বিশেষ নীতি। ব্যক্তি পর্যায়ে দায়িত্ব বন্টনের সময় অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের কাজের চাপ, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও দক্ষতা, আগ্রহের প্রকৃতি, কাজের প্রকৃতি, কাজের ধরন ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে। কর্ম বন্টন যথাযথ না হলে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুনাম রক্ষা বা লক্ষ্য অর্জন কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত আগ্রহ ও যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সুফল আশা করা যায়, কারণ এতে প্রত্যেক সদস্য তাঁর সর্বোচ্চ আবদান রাখতে প্রলুব্ধ হবেন।

পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সমস্ত রকম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত দলগত হতে পারে অথবা নেতা বা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। সিদ্ধান্ত যে-ই গ্রহণ করুক না কেন তা দলীয় সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হলে অবশ্যই পালিত হতে হবে।

ফলাফল

একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। সুতরাং একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিত করে তোলাই হবে বিদ্যালয়টির টিকে থাকার পূর্বশর্ত। অর্থাৎ সকল সদস্যকে সম্মিলিতভাবে এ লক্ষ্য হাসিলে অগ্রসর হতে হবে।

পেশাগত উন্নয়ন

অন্যের মাঝে জ্ঞান সঞ্চারণের দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত জ্ঞানের ভান্ডারে তাদের সততঃ সঞ্চয়ন একান্ত প্রয়োজন। এই কাজে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রশাসনিক উদ্যোগ চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রশাসন তার এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা, প্রশাসনের একটি লাভজনক বিনিয়োগ।

গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ

শিক্ষা মানুষকে আত্ম সচেতন করে তোলে। বর্তমান যুগে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমগুলোর আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমা বেড়ে যাচ্ছে এবং সে নিজের অধিকার ও স্বাতন্ত্র সম্পর্কে বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছে। সে জন্য বিদ্যালয়ের মত মানবীয় উপাদানের প্রাধান্য সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মতামত বিবেচনা করলে গৃহীত সিদ্ধান্ত যেমন উন্নততর হতে পারে তেমন তা কার্যকরী করণ সহজতর হয়।

মূল্যায়ন

যে কোন দলীয় প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। মূল্যায়নহীন কর্ম প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। তাই বিদ্যালয়কে সাফল্যের সাথে অগ্রসর হতে হলে তার নীতি ও কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকা উচিত কেন?

i) তাতে বাইরের লোক জানতে পারে প্রতিষ্ঠানটিতে কি হয়
ii) তাতে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া সহজ হয়
iii) তাতে সদস্যদের দ্বন্দ্ব নিরসন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়
iv) তাতে কর্মচারী নিয়োগ করতে সুবিধা হয়

খ. কর্ম বন্টনের নীতি কেন হওয়া উচিত?

i) দক্ষতা বিবেচনা
ii) আগ্রহ বিবেচনা
iii) কাজের চাপ বিবেচনা
iv) উপরের সবগুলোই

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. নিরাপত্তার চাহিদা ---------- ।
খ. সহযোগিতার খাতিরে প্রশাসনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ---------- থাকতে হবে।

৩। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. প্রশাসনে স্থিতিশীলতা অর্থ অনড় মনোভাব।
খ. সমতা রক্ষা করে কর্ম বন্টন করা প্রশাসনের একটি বিশেষ নীতি।

পাঠ ৩.৪ বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় কাঠামোর একটি ছক তৈরি করতে পারবেন।
- প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতার বিবরণ দিতে পারবেন।

যদিও আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে তবুও তাদের প্রশাসনিক কাঠামো মোটামুটি একই। কাঠামোকে নিচের ছক অনুযায়ী বিন্যস্ত করা যায়।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

↓

প্রধান শিক্ষক

↓

সহকারী প্রধান শিক্ষক

↓

শিক্ষকবৃন্দ

↓

শিক্ষার্থীবৃন্দ

↓

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বৃন্দ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক) চেয়ারম্যান-ডেপুটি কমিশনার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি অথবা থানা নির্বাহী অফিসার বা তাঁর প্রতিনিধি।

খ) সদস্য সম্পাদক-প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রী

গ) সদস্যবৃন্দ-শিক্ষক প্রতিনিধি, অভিভাবক সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, দাতা সদস্য ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য।

সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তিনি বিদ্যালয়ের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেন।

অফিসের কর্মচারীরা প্রশাসনিক দিক থেকে প্রধান শিক্ষকের কাছে দায়ী। তবে তাদেরকে অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকেও নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়।

বিদ্যালয় প্রশাসন একটি দলগত প্রক্রিয়া।

বিদ্যালয় প্রশাসন একটি দলগত প্রক্রিয়া। তাই এর প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের দলগতভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। পৃথক পৃথকভাবে এঁদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিচে বর্ণিত হলো-

প্রধান শিক্ষক

- প্রশাসনিক নেতা হিসাবে কাজ করা ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকা।
- সরকারী নিয়ম, নীতি, আদেশ, নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা ও কার্যাবলী সম্পন্ন করতে দায়ী থাকা।
- বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালন ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকা।
- প্রতিটি শিক্ষকের কাজ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সরকার বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি বা সংগঠনে প্রয়োজন মত বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা এবং যেখানে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয় সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।
- শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের উন্নতি পর্যালোচনা করার জন্য মাসে একবার সব শিক্ষকদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হওয়া।
- প্রয়োজনে শিক্ষকদেরকে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পন করা।
- বিদ্যালয়ের আয়, ব্যয়ের হিসাব রাখা এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
- বিদ্যালয় বা সরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
- সরকার থেকে সময়ে সময়ে নির্দেশিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

সহকারী প্রধান শিক্ষক

- সব রকম প্রশাসনিক কাজে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করা।
- বিদ্যালয়ের সব রকম আর্থিক লেন দেনের হিসাব নিরীক্ষণ করা।
- প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনা করা।
- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে শিক্ষার্থীদের গর হাজিরার ছুটি মঞ্জুর করা।
- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

সহ শিক্ষক বৃন্দ

- পাঠ্যসূচী অনুসরণে সুষ্ঠুভাবে পাঠদান ও নিয়মিত ক্লাস নিতে দায়ী থাকা
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষককে সহায়তা দান করা।
- বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন ও পরিচালনের বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা।
- প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালনে সম্মত থাকা।

অফিস কর্মচারী বৃন্দ

- প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্দেশিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা।
- নিয়মিত ও সময়মত দপ্তরে হাজির থাকা।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

- শিক্ষার্থী ও সমাজের সত্যিকার মঙ্গলের লক্ষ্যে বিদ্যালয়কে পরিচালিত করা।
- বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থায় উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া।
- শিক্ষক ও কর্মচারীদের সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমিক ও সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনে প্রধান শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা দান।

আমাদের যেখানেই যার অবস্থান হোক, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি সুষ্ঠুভাবে ও সততার সাথে পালন করি তাহলে সবকাজ সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয় এবং আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে বেগ পেতে হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. প্রধান শিক্ষক প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন-

- i) শিক্ষকদের পরামর্শে
- ii) সহকারী প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে
- iii) সরকারী নির্দেশে
- iv) প্রশাসনের সদস্যদের মিলিত পরামর্শে

খ. বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে-

- i) শিক্ষকদের কোন স্থান নেই
- ii) অভিভাবকদের কোন স্থান নেই
- iii) সহকারী প্রধান শিক্ষকের কোন স্থান নেই
- iv) উপরের সকলেরই ভূমিকা আছে

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ভাইস চেয়ারম্যান ----------- কোষাধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করেন।

খ. বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী -------------।

৩। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক প্রশাসন পরিচালনা করেন।

খ. সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি।

পাঠ ৩.৫ প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের পাম্পরিক সম্পর্ক

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যকার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখার গুরুত্ব ও উপায় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বন্টনের নীতিমালা নির্ণয়ের সামর্থ অর্জন করতে পারবেন।

বিদ্যালয়কে যদি একটি প্রতিষ্ঠান মনে করা হয় তবে প্রধান শিক্ষক এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, প্রশাসক। যদি এক একটি পরিবার মনে করা হয় তবে প্রধান শিক্ষক এর কর্তা অভিভাবক এবং যদি একটি সমাজ মনে করা হয় তবে তিনি এর প্রধান নেতা। মূলতঃ বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য কতগুলো উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়ে রয়েছে যার বাস্তবায়ন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অপরাপর সদস্যগণের দলীয় প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। এরা হচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও সমাজের সমগ্র জনগোষ্ঠী। আমরা আলোচ্য পাঠে শিক্ষকগণের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেষ্টা করব এবং তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের নীতিমালা আলোচনা করব।

বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক

আমরা পূর্ববর্তী পাঠসমূহের আলোচনায় দেখেছি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনায় প্রধান শিক্ষককে দলনেতা হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও কোর্স অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হয়। একদিকে বলা চলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষকমন্ডলী, প্রধান শিক্ষক সেক্ষেত্রে পরিচালকরূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পদবী থেকেই প্রতীয়মান হয় যে প্রধান শিক্ষক মূলতঃ একজন শিক্ষক। তিনি যেহেতু শিক্ষকগণের প্রধান, তাই তাঁকে সুশিক্ষক হতে হয়। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিই এক দলভুক্ত শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক তাঁর পদাধিকার বলে নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার লাভ করেন। ফলে সাধারণভাবে আশা করা হয় যে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে অপরাপর শিক্ষকের চাইতে উচ্চতর ও উন্নততর ডিগ্রীধারী হবেন; অন্ততঃ সমানবই নিম্নমানের ডিগ্রীধারী হবেন না। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অপরাপর শিক্ষকের চাইতে অধিক হবে যাতে তিনি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করতে পারেন।

যেহেতু শিক্ষকমন্ডলী একই পেশায় একই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত, সেহেতু প্রধান শিক্ষককে বলা হয় সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান।

যেহেতু শিক্ষকমন্ডলী একই পেশায় একই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত, সেহেতু প্রধান শিক্ষককে বলা হয় সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান। তিনি নিজেকে সর্বদাই সহকর্মীগণের সমভাবাপন্ন বন্ধু বলে ভাববেন। কখনো এমন হতে পারে যে প্রধান শিক্ষক পদে এরূপ শিক্ষকের নিয়োগ বা পদোন্নতি হয়েছে যাঁর সমান যোগ্যতা বা যাঁর চাইতে উচ্চতর যোগ্যতা সহকর্মীদের মধ্যে কারো কারো রয়েছে। তাঁর চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শী এমন শিক্ষক আছেন যাঁদের কাছে প্রধান শিক্ষকের শেখার অনেক কিছু থাকতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক নিজের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেও তাঁদের পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় তা ব্যবহার করতে পারেন। যেহেতু বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন শিক্ষকমন্ডলী, তাই তাঁরাই হলেন কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাঠকর্মী। ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য প্রধান শিক্ষক অবশ্যই তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের সম্পর্ক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকর্মী শিক্ষকগণের মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্নরূপ হতে পারে কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তাঁরা সমদলীয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক প্রশাসক

ও নেতা, অন্যরা অনুসারী। নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ও আদেশ প্রতিপালনে অনুসারীগণ তৎপর হবেন। এক্ষেত্রে তিনি আদেশ - নির্দেশাদানে সতর্ক হবেন এ ভেবে যে তিনি সমকক্ষদের আদেশ দিচ্ছেন। উন্নত মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রধান শিক্ষক অনুসারীদের ভালবাসা ও আনুগত্য লাভ করবেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনে জটিল কাজে তিনি সহকর্মীগণের বাঞ্ছিত সহযোগিতা লাভ করবেন।

সকল শিক্ষক কর্মচারীর সহযোগিতামূলক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে অতীব প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন একটি দলগত প্রক্রিয়া। সকল শিক্ষক কর্মচারীর সহযোগিতামূলক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে অতীব প্রয়োজন। সহকর্মীগণের সহযোগিতা লাভের জন্য প্রধান শিক্ষক তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবেন। সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে কতগুলো কৌশল আয়ত্ত ও অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়াও প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকর্মী শিক্ষক কর্মচারীগণের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবেন।

১। বিদ্যালয় প্রশাসনের নেতা হিসেবে প্রধান শিক্ষক মনে রাখবেন যে, শিক্ষকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া এবং কাজ করতে সাহায্য করা দুটোই তাঁর কাজ। এজন্য প্রয়োজনে তিনি কাঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তার সঙ্গে হৃদয়ে কোমল অনুভূতির স্পর্শ থাকলে শাসনে সুফল পাওয়া যায়।

২। সকল অবস্থায় শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে একতা বজায় রাখতে হবে। তাই প্রধান শিক্ষককে সকল দলাদলীর উর্ধ্বে থাকতে হবে।

৩। সহকর্মীগণের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবেন, সময়ে তাঁদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করবেন। তাঁদের সুখে দুঃখে সহমর্মিতার মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌছাবেন।

৪। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য প্রথমেই কঠোর সমালোচনার পরিবর্তে কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং অদক্ষতা ও অপারগতাজনিত কারণ ঘটলে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করে কাজ আদায় করে নিবেন। অথবা যুক্তিযুক্ত ক্ষেত্রে দায়িত্ব বদল করে দিবেন।

৫। দায়িত্বহীনতার ক্ষেত্রে বারবার সতর্ক করে দিয়ে শেষে যৌক্তিক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বুঝতে দিবেন যে এরূপ ব্যবহার তাঁর প্রাপ্য ছিল।

৬। তিনি যার যেমন প্রাপ্য তেমন সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবেন না। একজনকে অযৌক্তিকভাবে সুবিধা প্রদান করে অন্যদের বিক্ষুব্ধ করবেন না। আইনানুগ ও নীতিগতভাবে প্রধান শিক্ষক সবার হিতৈষী এমন বোধ সবার মনে সঞ্চারিত করবেন।

৭। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষা তত্ত্বের উপর প্রচুর বইপত্র রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষকগণকে সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স দিয়ে ও সব বইপত্র অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক এ সকল বই পাঠান্তে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যাতে মত বিনিময় করেন, তার ব্যবস্থা করবেন।

৮। বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক, অভিজ্ঞ শিক্ষক আবার এঁদের মধ্যে দুর্বল শিক্ষক ও দক্ষ শিক্ষক সকল প্রকার শিক্ষকের প্রতি প্রধান শিক্ষক যার যেমন প্রয়োজন সেরূপ পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৯। সার্বিকভাবে প্রশাসনের চাইতে ব্যবস্থাপনার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিবেন।

দায়িত্ব বন্টনের নীতিমালা

বিদ্যালয়ের বহুমুখী কাজকর্মের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক সহকর্মীগণের মধ্যে বন্টন করবেন।

বিদ্যালয়ের বহুমুখী কাজকর্মের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক সহকর্মীগণের মধ্যে বন্টন করবেন। দায়িত্ব বন্টন কোন খামখেয়ালীর বিষয় নয়। কারণ কাজের সাফল্য নির্ভর করে যোগ্যপাত্রে দায়িত্ব অর্পনের ওপর। তাই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান শিক্ষক সহকর্মীগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করবেন। শিক্ষকমন্ডলীর সভায় সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে

ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নীতির উল্লেখ করা হলো-

১। দায়িত্বের গুরুত্ব, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

২। সমযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুরাগ, অভিরুচি বিবেচনা করতে হবে।

দায়িত্বের সঙ্গে পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকলে যতদূর সম্ভব দায়িত্ব বন্টনে পরিতোষিকের সমতা বিধানের চেষ্টা করতে হবে।

৩। দায়িত্বের সঙ্গে পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকলে যতদূর সম্ভব দায়িত্ব বন্টনে পরিতোষিকের সমতা বিধানের চেষ্টা করতে হবে।

৪। দায়িত্ব অর্পণের সাথে সাথে দায়িত্ব পালনের উপযোগী ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৫। যৌথভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হলে নেতৃত্ব নির্ধারিত করে দিতে হবে।

৬। নবীন শিক্ষককে প্রবীন শিক্ষকের সাথে কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

৭। একক দায়িত্বের বোঝা যেন এরূপ না যার ফলে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অজুহাত সৃষ্টি করা হতে পারে।

৮। দায়িত্ব সম্পাদনের একটা যৌক্তিক সময় সীমা নির্ধারিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের বাস্তব প্রেক্ষিত

উপরোক্ত নীতিমালা আমাদের বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রক্ষিণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই কম। ফলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে দায়িত্ব বন্টনে বাছাই করার অবকাশ থাকে না। বলা বাহুল্য বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ডের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণজাত প্রতিভার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণের পাঠদানের বিষয় বন্টনে যে অব্যবস্থা ও অসঙ্গতি রয়েছে তা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্রই জানেন। শিক্ষকের সংখ্যাল্পতার কারণে একজন শিক্ষককে অনেক বেশি বিষয়ে অনেক সংখ্যক ক্লাস নিতে হয়। এমনকি কখনো কখনো কোন শিক্ষককে এমন বিষয়ে ক্লাস নিতে হয় যা তিনি কলেজে অধ্যয়ন করেননি, যা পাঠদানের যোগ্যতা ও অভিরুচিও তাঁর নেই। উদাহরণস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক উপরের শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ানোকে ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক তা নিজের দায়িত্বে রাখতে চান। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে পাঠদানের বিষয় বন্টনে এমন অব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ডের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমাদের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের প্রতিভার সঠিক ব্যবহারের নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

১। শিক্ষকগণ কলেজে অধ্যয়ন করেছেন, যথাসম্ভব, এমন বিষয় তাঁদের পড়াতে দিন।

২। বিদ্যালয়ের সময় তালিকা এমনভাবে বিন্যাস করুন যাতে কোন শিক্ষককে সপ্তাহে তিনটির বেশি বিষয়ের পাঠদানের প্রস্তুতি নিতে না হয়। আপাতত এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলেও সচেষ্ট প্রয়াস অব্যাহত রাখা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. দায়িত্বের সঙ্গে পারিতোষিক কীরূপ হবে?

i) সমবন্টন
ii) সঙ্গতিপূর্ণ
iii) সঙ্গতিহীন
iv) আগে পারিতোষিক পরে কাজ

খ. প্রধান শিক্ষক নেতৃত্ব পান কি কারণে?

i) প্রবীণ শিক্ষক বলে
ii) পদাধিকার বলে
iii) প্রশাসন কর্তা বলে
iv) অধিক শিক্ষিত বলে

২। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ------- ও -------- অন্যরা অনুসারী।
খ. বিদ্যালয় পরিচালন একটি ---------- প্রক্রিয়া।

৩। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. সহকারী শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে সমকক্ষদের প্রধান বলা অসংযত।
খ. সহকর্মীগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে প্রধান শিক্ষকের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না।

পাঠ ৩.৬ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে প্রীতিপদ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ করার উপায় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ছাত্রের নিকট প্রিয় শিক্ষকের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় সম্পর্ক হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। বিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষা একান্ত এই সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য পাঠে আমরা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অর্জনে ছাত্র-শিক্ষকের সুনিবিড় সম্পর্কের গুরুত্ব ও তা প্রতিষ্ঠার উপর আলোচনা করব।

ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্কের কথা উঠলে প্রবীণ ব্যক্তিগণ সচরাচর যে মন্তব্য করে থাকেন তা হচ্ছে- 'আগের দিনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল যা আজকাল নেই'। মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয় কার্যক্রমই এমন সে দাতা গ্রহীতার মধ্যে মধুর ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। অতীত দিনের মধুর সম্পর্ক এখন যে কোথাও নেই, এমন নয়। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বেশি জোর দিচ্ছে। প্রাচীন শিক্ষা বিজ্ঞানের সমালোচনায় বলা হয়ে থাকে, শিক্ষক যদি তাঁর ছাত্রকে ল্যাটিন শেখাতে চান তবে প্রাচীন শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষকের কেবল ল্যাটিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকলেই চলতো, কিন্তু আধুনিক শিক্ষণ-তত্ত্ব মতে শিক্ষকের ল্যাটিন যেমন ভালভাবে জানতে হবে ততোধিক ভাল করে জানতে হবে ছাত্রকেও। প্রাচীন কালের শিক্ষক সম্পর্কে এমন উক্তি সেকালের মধুর ছাত্র-শিক্ষকের পরিপোষকতায় সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে একথা সত্যি যে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে জানার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্পর্কিত কলাকৌশলের প্রতি আধুনিক কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তাই আকাল বিষয় কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছে।

শিক্ষাবিদ আব্দুল হাকিম বলেন

"আজকাল শিক্ষানীতিতে শিশুর মনের খবর লইবার জন্য তাড়া খুব বেশি দেখা যায়। যাহাদিগকে শিক্ষা দেয়া হইবে তাহাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক শক্তি সামর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অত্যাবশ্যকতা আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই স্বীকার করেন। শিশু মানুষের সন্তান, কিন্তু শিশু মানুষকে একটি ক্ষুদ্রাকার মানুষ হিসাবে দেখিয়া বয়স্কদের মনের মত করিয়া তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা চলে না। শিশুর দেহ মনের চাহিদা বয়স্কদের চাহিদার হুবহুব অনুরূপ নয়। শিশুর যে বয়সে যে দিকে মতি গতি, ঝোঁক বা গরজ স্বভাবতঃ দেখা যায় সেই বয়সে তাহার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ঐ সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখিতে হইবে, নতুবা সাফল্য অর্জন দুরূহ হইবে।"

শিশু মানুষের সন্তান, কিন্তু শিশু মানুষকে একটি ক্ষুদ্রাকার মানুষ হিসাবে দেখিয়া বয়স্কদের মনের মত করিয়া তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা চলে না।

মানব-শিশুকে সুশিক্ষার মাধ্যমে পরিণত মানবে রূপান্তরিত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার কাজটি সুসম্পন্ন হলেই শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক তথা চারিত্রিক বিকাশ সাধন সম্ভব। আত্মপ্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে আজকের শিশুদের গড়ে তুলতে হলে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের নিরিখে শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে। এ কাজে সাফল্য লাভের প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বই সমধিক। প্রশ্ন হল শিক্ষক কি উপায়ে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষাদানের উপযোগী সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবেন? এ কথা যথার্থ যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা উভয় পক্ষের যথার্থ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। জীবনে অনেক বড় হওয়ার সম্ভাবনা তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে "লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে"। শিক্ষা জীবনের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার প্রভাব প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীকে সারা জীবন প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষক ছাত্রে সুপ্ত মনের দ্বারে কোমল অনুভূতির পরশে তার যে "ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাঁপড়ি-

পাতার বন্ধনে" তা জাগিয়ে তুলবেন। তাই শিক্ষকের প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রের প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধের দ্বারা তার জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া। সে আলোতে উদ্ভাসিত ছাত্র তার শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারে না।

শিক্ষকের বাঞ্ছনীয় গুণাবলী

ছাত্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক অবশ্যই এমন গুণাবলীর বাস্তব উদাহরণ হবেন যা ছাত্রদের সুবিবেচনায় একজন শিক্ষকের জন্য বাঞ্ছনীয়।

ছাত্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক অবশ্যই এমন গুণাবলীর বাস্তব উদাহরণ হবেন যা ছাত্রদের সুবিবেচনায় একজন শিক্ষকের জন্য বাঞ্ছনীয় এমন অসংখ্য গুণাবলীর তালিকা দীর্ঘ না করে আমরা সীমিত সংখ্যক গুণের উল্লেখ করব। বাঞ্ছিত গুণাবলী আয়ত্বকরণের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

১। মানবিক সম্পর্ক

শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে সর্বত্র শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে সহজ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল হবেন। হাসি মুখে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রয়োজন বোধে সস্নেহে শাসন করবেন। কিন্তু ছাত্রের প্রতি ক্রোধ বা ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন শিক্ষককে আচ্ছন্ন না করে।

২। শিক্ষকতার আদর্শ

শিক্ষক যে বিষয় পাঠদান করবেন সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা থাকবে। মনোজ্ঞ প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে ছাত্রদের বোধগম্য ভাষায় সহজ সরলভাবে গঠিত বিষয়ের আলোচনা করবেন। পাঠদানকালে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা সক্রিয় রাখবেন। নিজেই বক্তা, অভিনেতা বা শ্রেণীকক্ষের একচ্ছত্র নায়কের ভূমিকা পরিহার করবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করবেন। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবে বিরক্তবোধ করবেন না, বরং প্রশ্ন আহবান করে সদুত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করবেন এবং অগ্রণী (লীডিং) প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করবেন।

৩। শাসনের সাথে মমত্ববোধ

শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।

শিক্ষককে ছাত্রদের কল্যাণ কামনায় প্রায়শঃই তাদের শাসন করতে হয়। 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো'। কথাটির মর্ম অন্তরে ধারণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শাসন করবেন।

৪। শৃঙ্খলাবোধ

কি শ্রেণীকক্ষে, কি বাইরে - সর্বত্রই সুশৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে শিক্ষক সজাগ থাকবেন। শ্রেণীর শৃঙ্খলা বিধানে ব্যর্থ শিক্ষক সুশিক্ষিত হতে পারেন না। ছাত্রদের কাছে এমন শিক্ষক হাস্যস্পদ হন।

৫। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

সুরুচি পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচরণের পরিচ্ছন্নতা এবং মুদ্রাদোষ বর্জিত মধুর বাচনভঙ্গী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পরিহাস প্রিয়, কিংবা ভাড়ামীপনা শিক্ষকের কাম্য হতে পারে না।'

৬। সামাজিকতা

সহকর্মী, অভিভাবক ও সমাজের লোকজনের সঙ্গে সদাচরণ ও মধুর ব্যবহার শিক্ষককে সমাদৃত করে তোলে। শিক্ষার্থীদের সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ শিক্ষকের কর্তব্য।

৭। দুর্বল ও কৃতি ছাত্রদের প্রতি সহায়তা

দুর্বল ও কৃতি ছাত্রদের প্রতি স্বতন্ত্র নজর দেবেন, অন্যান্য শিক্ষকসহ অভিভাবকের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ সহায়তা প্রদান করতে তাদের নিজস্ব গতিতে এগুনোর ব্যবস্থা করবেন।

আমরা আগেই বলেছি সুসম্পর্ক হচ্ছে একটি পারস্পরিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পক্ষেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তারা শিক্ষকগণকে তাদের পরম হিতৈষী, পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন অবিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারলে তাদের আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসবে। আজকাল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গৃহ-বিদ্যালয় ও সমাজ-পরিবেশ বিকৃতির কারণে কিছু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে বিশৃঙ্খল আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। সুশৃঙ্খল ছাত্র জীবন সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি পর্ব এ সত্যে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. শিশুর দেহ মনের চাহিদা কীরূপ?

i) যুবকদের চাহিদার হুবহুব অনুরূপ
ii) যুবকদের চাহিদার হুবহুব অনুরূপ নয়
iii) বয়স্কদের চাহিদার হুবহুব অনুরূপ
iv) বয়স্কদের চাহিদার হুবহুব অনুরূপ নয়

খ. "লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে" - এ আশা কার?

i) শিক্ষকের
ii) ছাত্র-ছাত্রীর
iii) অভিভাবকের
iv) প্রতিবেশির

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. শিশুকে একটি ---------- মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা চলে না।

খ. শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে ---------- করবেন।

৩। সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন।

ক. আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার সাথে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিচ্ছে।

খ. একই শিক্ষকের পক্ষে দুর্বল ও কৃতি ছাত্রের প্রতি স্বতন্ত্র নজর দেয়া সম্ভব।

পাঠ ৩.৭ শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিশু-কিশোরদের যথার্থ শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ীর কত বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।
- কি কি উপায়ে অভিভাবকগণ শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষকগণকে সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন তা অবহিত হবেন।
- শিক্ষকগণ কি কি উপায়ে অভিভাবকগণের সহযোগিতা লাভ করতে পারেন তাও অবহিত হবেন।

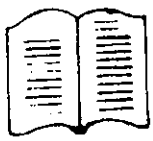

শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবক কার দায়িত্ব বেশি এ নিয়ে তর্কের প্রয়োজন নাই। আমরা জানতে চাই শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনে অভিভাবকের নিকট কত বেশি নির্ভরশীল, আর অভিভাবক তার দায়িত্ব সম্পর্কে কত বেশি প্রয়োজন পাঠে আমরা তা দেখাতে চেষ্টা করব। কি কি উপায়ে এই পারস্পরিক সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর করা সম্ভব আলোচ্য পাঠে তাও অনুসন্ধান করব।

শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক

সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ-পরিবেশেই বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ মানবে রূপায়িত করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বলে বিরাট বোঝা এককভাবে শিক্ষকগণের উপর অর্পন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে অতি নগণ্য সংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে সকল ছাত্র-ছাত্রীই বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আসে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যালয়ে কাটে তাদের চার থেকে ছয় ঘন্টা মাত্র। অবশিষ্ট আঠার থেকে বিশ ঘন্টাই তারা বাড়ীতে গৃহাঙ্গনে অবস্থান করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব কত বেশি তা অনেক অভিভাবক উপলব্ধি করতে পারেন না। বিদ্যালয়ে যা কিছু তারা শেখে অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ তাকে স্থায়িত্ব দান করে এবং প্রতিকূল পরিবেশে তারা তার বেশির ভাগই ভুলে যায় বা তা তাদের মধ্যে বিকৃতভাবে স্থায়ী হয়। আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত কিছুকাল বিদ্যালয় পরিবেশে থাকলেও গৃহের আকর্ষণ তাদের উপর অত্যন্ত প্রবল থাকে।

> আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত কিছুকাল বিদ্যালয় পরিবেশে থাকলেও গৃহের আকর্ষণ তাদের উপর অত্যন্ত প্রবল থাকে।

শিশুর শৈশব কাটে মায়ের নিরবচ্ছিন্ন আদর ও গৃহের অপরাপর পরিজনের সংসর্গে। গৃহ পরিবেশের আদর আপ্যায়ন, আশ্রয়-নিরাপত্তা তাকে প্রথম জীবনেই গৃহের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তাই দেখা যায় যখন তাদের বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি করানো হয় সে তার মাকে বা অপর কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ সাথীকে তার সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতে এবং তথায় অবস্থান করতে বায়না ধরে। শিশুকাল থেকেই অভিভাবককে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সকল স্তরের ক্রমবিকাশের ধারার সাথে এবং তাদের খেয়াল-খুশী, ঝোঁক, ক্ষমতা-অক্ষমতা, ইচ্ছা অভিরুচির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষককে এসব বিষয়ে অবহিত করতে হবে। তাই বলা হয় শিশুর মাতা-পিতাই শৈশবে শিশুর যোগ্য শিক্ষক।

অবশ্য শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করতে পারেন। তাইতো সমাজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর অর্পন করে। বালক-বালিকাদের সামাজিক মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ করে আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ওপর। শিক্ষকতা পেশায় যোগ্য ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক সম্প্রদায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজকে ধন্য করেছেন। শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল শিক্ষার্থীর দেহ-মনের বিকাশ ও উৎপাদনশীল নাগরিকরূপে গড়ে তোলাই নয়, বরং শিক্ষার্থীর জীবনে সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আচরণে অসামাজিক দিকগুলোর বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনও শিক্ষকের দায়িত্ব।

> শিক্ষার্থীর জীবনে সত্যসুন্দর মংগলের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আচরণে অসামাজিক দিকগুলোর বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনও শিক্ষকের দায়িত্ব।

এসব গুরুদায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণ একান্তভাবেই অভিভাবকের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। "গৃহ ও সমাজের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া পারস্পরিক স্বার্থ এবং চাহিদানুকূল যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভূমিকা যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যাপকতর, জটিলতর এবং একান্তই অপরিহার্য"।

শিক্ষক অভিভাবক উভয়কে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ অনুধাবন করতে হবে।

বিদ্যালয় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অভিভাবকের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সফলভাবে সম্পাদন করতে পারে না। শিক্ষক অভিভাবক উভয়কে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ অনুধাবন করতে হবে। শিক্ষকের গৃহীত শিক্ষণ ব্যবস্থা যাতে সঠিক তথ্যভিত্তিক হয় সে বিষয়ে অভিভাবক সাহায্য করবেন এবং গৃহীত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন।

আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ জন অধিবাসীই তো নিরক্ষর। ছাত্র-ছাত্রীদের বাদ দিয়ে অভিভাববকগণের মধ্যে নিরক্ষরের হার এর চাইতে অনেক বেশি হবে। তাই অধিকাংশ অভিভাবক নিজেদের শিশুদের সম্পর্কে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ নন। অথচ গৃহ ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজন যার অভাবে শিশুর শিক্ষাকে সুন্দর করা শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের বিদ্যালয়সমূহকে কেবল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিলেই চলবে না, তাদের অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে অভিভাবকগণকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের শিশু-কিশোরদের যথার্থ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করতে সমর্থ হন। এ বড় কঠিন ও জটিল কাজ, তবু এ কাজেও আমাদের শিক্ষকগণকে জাতীয় স্বার্থে অবশ্যই সফল হতে হবে। অভিভাবকগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে একাজের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে।

আমাদের অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে শিক্ষকের হাতে সঁপে দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে ভাবেন।

আমাদের অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে শিক্ষকের হাতে সঁপে দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে ভাবেন। মাসে মাসে বেতন প্রদান করা এবং খোঁজ খবর রাখাও জরুরী বলে অনেকে মনে করেন না। শিক্ষাদান যে মাতা-পিতা-অভিভাবক ও শিক্ষকের যৌথ দায়িত্ব এ বাস্তব সত্য তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে অভিভাবকগণ শিক্ষিত এবং তাঁরা শিক্ষকগণের সাথে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সার্থক শিক্ষার পথ সুগম করে দিচ্ছেন। কি করে শিক্ষক অভিভাবক সহযোগিতা আরো ঘনিষ্টতর করা সম্ভব তার উপায় উদ্ভাবনে তারা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনি একটা প্রচেষ্টার বিবরণ সম্বলিত ইভা, এইচ গ্রান্ট রচিত প্যারেন্টস এন্ড টিচার্স এ্যাজ প্যারেন্টস পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন আব্দুর রাজ্জাক 'সহযোগী হিসেবে শিক্ষক ও অভিভাবক' শিরোনামে। আমাদের শিক্ষক অভিভাবকগণের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

শিক্ষক অভিভাবক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উপায়

মূলকথা, শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার ওপর শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত তথা সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করছে। কি উপায়ে আমাদের শিক্ষক অভিভাবকগণ এমন বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন সেটাই আজকের ভাবনা। এ উপায়সমূহকে আমরা দু'শ্রেণীতে আলোচনা করতে পারিঃ (১) অভিভাবকগণ কি কি উপায়ে সহযোগিতা দান করতে পারেন, ও (২) শিক্ষকগণ কি উপায়ে অভিভাবকগণের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন।

অভিভাবকের পক্ষে সহযোগিতা দানের উপায়

১। আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'শিক্ষার্থীকে জানুন এবং তদনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় স্থির করুন।' কখন কিভাবে কেমন করে বিষয় বস্তুর পাঠদান করতে হবে তা স্থির করার জন্যও শিক্ষার্থীকে জানা প্রয়োজন। এই জানার বিশাল জগতে শিক্ষককে প্রচুর সহায়তা করতে পারেন অভিভাবক। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আগমনের প্রথম দিকেই যদি অভিভাবক শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের ধারা, আবেগ-অনুরাগের, মেজাজ-মর্জির বিষয় শিক্ষককে পরিজ্ঞাত করেন, শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ের পড়াশোনার দৈনিক তালিকা অনুযায়ী ছাত্রের পাঠ প্রস্তুতির ব্যাপারে অভিভাবক লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা দান করতে পারেন।

গ্রহণ করা সহজতর হবে। শিক্ষা জীবনের পরবর্তী কালেও এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের পড়াশোনার দৈনিক তালিকা অনুযায়ী ছাত্রের পাঠ প্রস্তুতির ব্যাপারে অভিভাবক লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা দান করতে পারেন।

৩। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে ছাত্রের মধ্যে কতটুকু বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্পূরক কি ধরনের শিক্ষা ও গৃহের আকাঙ্খায় সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৪। অভিভাবক প্রায়শই ছাত্রের পড়াশোনায় ক্রমোন্নতি অনুধাবনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে গমন করতে পারেন এবং শিক্ষকগণের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে বাড়ীতে তদনুযায়ী তাদেরকে পরিচালন করতে পারেন।

৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি-বিকাশের উপযোগী সুষম খাদ্য শিক্ষার্থীকে দিতে অভিভাবক সচেষ্ট থাকবেন। দুর্বল দেহ অবসাদগ্রস্থ মন নিয়ে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগ দান ও অধিত বিষয়ের জ্ঞান স্মৃতির মনি কোঠায় ধারণে সমর্থ হয় না। ফলে বিদ্যালয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। অভিভাবক পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় করতে চেষ্টা করবেন।

৬। সময় মত পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ- খাতা-পেন্সিল, কলম-কালি অংকের ইনস্ট্রুমেন্ট সেট, ইত্যাদি ক্রয় করে দিয়ে শিক্ষার্থীর পাঠের উপযোগী শ্রেণীর চাহিদা পূরণ করতে পারেন। অনেক সময় খাতা-কলম হারিয়ে গেলে অভিভাবক আর তা পূরণ করতে চান না এভাবে শিশুকে বিদ্যালয়ের শাস্তি গ্রহণে বাধ্য করে পরিণামে শিক্ষার উন্নতি ব্যহত করা হয়ে থাকে।

৭। শিক্ষক চান প্রতি ছাত্র প্রতিদিন পড়া শিখে আসবেন, বাড়ির কাজের খাতায় নির্ধারিত এসাইনমেন্ট করে আসবে। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ অনেক সময় এর অনুকূল হয় না। পারিবারিক কাজ কর্মে সহায়তা করতে হয় বলে এবং পড়ার বাতি, বসার জায়গার অভাবে, পড়ার সময় মশার উপদ্রবে শিক্ষার্থী পাঠ তৈরি করতে পারে না। অভিভাবক সতর্ক হলে এ সব সমস্যা সীমিত করে শিক্ষকের প্রয়াস সার্থক করার পথে অনেক সহায়তা করতে পারেন।

স্কুল ও স্কুলের বাইরে বিচরণে শিক্ষার্থীকে অশুভ শক্তি, চরিত্র গঠনের পরিপন্থী সংগঠন ও সংগী-সাথীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৮। স্কুল ও স্কুলের বাইরে বিচরণে শিক্ষার্থীকে অশুভ শক্তি, চরিত্র গঠনের পরিপন্থী সংগঠন ও সংগী-সাথীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। অভিভাবক এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হলে শিক্ষকের কাজ সহজ হয়।

৯। বিদ্যালয়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-বিধি থাকে যা শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। যেমন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, বেতন-ফি প্রদান, পরীক্ষা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের চাঁদা প্রদান, বিদ্যালয়ের ইউনিফরম ধারণ-ইত্যাকার অনেক নিয়ম-কানুন মূলতঃ অভিভাবককেই অনুসরণ করতে হয়। এতে বিদ্যালয়ের সাথে প্রভূত সহযোগিতা করা হয়। কোনও নিয়ম সম্পর্কে অভিভাবকের আপত্তি থাকলে তিনি বিদ্যালয়ে এসে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে ও পরামর্শ দিতে পারেন। যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করা বিদ্যালয়ের স্বার্থেই প্রয়োজন হবে।

১০। শিক্ষিত অভিভাবক বিদ্যালয়ের শিক্ষা দানের তত্ত্ব, শিক্ষানীতি, পদ্ধতি, শিক্ষার ব্যবহারিক দিক ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকগণের সঙ্গে মত বিনিময় করে বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে বাঞ্ছিত পরিমার্জন সাধন করতে পারেন। মাঝে মাঝে যোগ্য অভিভাবক বিদ্যালয়ের পাঠদানে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষকগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন।

১১। বিদ্যালয়ে যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়, অভিভাবকদের উচিত প্রয়োজনে অন্য প্রোগ্রাম স্থগিত করেও তেমন আমন্ত্রণ রক্ষা করা। শিক্ষার্থী নিজের মাতা-পিতাকে বিদ্যালয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষক অভিভাবকগণের মাঝে দেখতে পেয়ে যে গৌরব ও আনন্দ লাভ করে, তার মূল্য অপরিসীম। শিক্ষক-অভিভাবকের এমনি মেলামেশা সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে।

১২। শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকের মন্তব্য, আচার-আচরণ শিক্ষার্থীর মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার, মন্তব্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা অভিভাবকের নৈতিক কর্তব্য।

১৩। গৃহ পরিবেশ পড়াশোনার অনুকূল না হলে অভিভাবক অকপটে শিক্ষকগণের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। শিক্ষকগণের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় শিক্ষার্থীর বাসস্থান পরিবর্তন করে বা আবাসিক ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যালয় হোস্টেলে স্থানান্তর করে অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হতে পারে।

১৪। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে ও সামাজিক জমায়েতে শিক্ষকগণকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

অভিভাবকগণের তুলনায় শিক্ষকগণই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করছেন যে অভিবাবকগণের প্রকৃত সহযোগিতার ফলে শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদনে অধিকতর সাফল্য লাভ করে থাকেন।

অভিভাবকগণের তুলনায় শিক্ষকগণই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করছেন যে অভিবাবকগণের প্রকৃত সহযোগিতার ফলে শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদনে অধিকতর সাফল্য লাভ করা শিক্ষকগণের কর্তব্য বলে আমাদের দেশের অভিভাবকগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা স্থির করতে পারি। এখন এ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য উপায়সমূহের কয়েকটি আলোচনা করা হয়েছে।

১। শিক্ষক অভিভাবককে প্রকাশ্য বৈঠকে ডাকতে পারেন। নতুন ভর্তি শেষে অভিভাকদের সভা আহবান করে বিদ্যালয়-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার মূখ্য ভূমিকা নিতে পারেন। অভিভাবকগণ নিজ নিজ সন্তানের আচরণ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন। বিদ্যালয় এ সুযোগে বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং নিয়ম-বিধি সম্পর্কে আলোচনায় অভিভাবকগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করতে পারে। এদের মত বিনিময়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

২। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে (যেমন, জাতীয় অনুষ্ঠানাদি, পুরুষ্কার বিতরণী, মিলাদ মাহফিল, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, নাটক, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান) অভিভাবকগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মধারা ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা দেয়া যেতে পারে। এতে তারা আনন্দিত ও বিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হবেন।

৩। শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখলে এবং অভিভাবকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। বৎসরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী করলে অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেমেয়েদের কর্মকুশলতা ও বিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হয়ে আনন্দিত হবেন।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি ব্যক্তিগত নোট বই রাখতে বিদ্যালয় বাধ্য করবে। শিক্ষকগণ তাতে পাঠে অগ্রগতির অন্তরায়মূলক শিক্ষার্থীর আচরণ লিপিবদ্ধ করবেন। পড়া শিখে না আসা, বাড়ীর কাজ না আনা, অননুমোদিত অনুপস্থিতি, বা কোনও অসামাজিক আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের মন্তব্য অভিভাবকের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা থাকবে। অভিভাবক উক্ত নোট বইতে প্রত্যেকটি রিপোর্টে স্বাক্ষর করবেন এবং তা পরবর্তী তারিখে শিক্ষকের প্রতি স্বাক্ষরের জন্য শিক্ষার্থী উপস্থিত করবে। এভাবে শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ সহজ ও সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিদর্শন ছাড়াও অভিভাবকের জন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান পরিদর্শনের প্রাত্যহিক সুবিধা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

৫। এ ছাড়া অভিভাবক কর্তৃক নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। দৈনিক নির্দিষ্ট সময়, সাপ্তাহিক বা মাসিক 'অভিভাবক দিবস' নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিদর্শন ছাড়াও অভিভাবকের জন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান পরিদর্শনের প্রাত্যহিক সুবিধা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। এতে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে নিজের সন্তানের পাঠোন্নতি ও শিক্ষার্থীর সাথে তার আচরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটবে। আমাদের দেশে অভিভাবকগণ আসতে চান না বলেই বেশি সুযোগ উন্মুক্ত রাখা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে বা পত্রালাপের মাধ্যমে শিক্ষকগণ তাদের বিদ্যালয়ে আগমনে উৎসাহিত করতে পারেন।

৬। এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে বিশেষ কৃতী ছাত্রদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অভিভাবকগণকে আহবান করে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৭। কোন শিক্ষার্থীর অসামাজিক আচরণের প্রেক্ষিতে তার অভিভাবককে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয় এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অভিভাবক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৮। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রাস্তা সংস্কার, মশা নিরোধন অভিযান ইত্যাদি সমাজ সেবামূলক এলাকাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে অভিভাবক ও সমাজের প্রশংসা ও সহযোগিতা লাভে বিদ্যালয় ধন্য হতে পারে।

৯। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক উন্নতির পর্যায়-ক্রমিক রিপোর্ট এবং আরো উন্নতির বা সংশোধনের উপায় নির্দেশ সম্বলিত বিবরণী অভিভাবকের অবগতি ও মন্তব্যের জন্য বৎসরে ৩/৪ বার প্রেরণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষক অভিভাবক উভয়েই শিক্ষার্থীর প্রতি যত্নশীল হওয়ার অবকাশ পান।

১০।বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবকগণের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি কাজ করে থাকেন। তারা বিদ্যালয় এলাকার পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত সকল ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ ও সহায়তা দান করে থাকেন। শিক্ষার ব্যাপারে আত্মোপলব্ধির অভাবজনিত কারণে অভিভাবক মহলে এ সম্পর্কে বাঞ্ছিত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্নভাবে শিক্ষকগণ অভিভাবকগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পাবেন।

১১।শিক্ষকগণ বিদ্যালয় এলাকা ভাগ করে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে গমন করে অভিভাবকগণের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন। গৃহে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পাঠ্যভাসের খোঁজ খবর নিবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবেন।

১২।বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অভিভাবকগণের জন্য কর্ম শিবির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এ সব কর্মশিবিরে বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন উপায় স্থির করা যেতে পারে। শিশু-মনোবিজ্ঞান, শিশুর ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। অভিভাবকগণের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শিক্ষকগণ এবং শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অভিভাবকগণের পারস্পারিক অবহিতির ফলে বিদ্যালয় ও গৃহ একই উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতার বিশাল ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারবে।

১৩।শ্রেণী শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর নোট-বই, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল, অগ্রগতির সাময়িক রিপোর্ট ছাড়াও অভিভাবকের নিকট শিক্ষক সময় সময় শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে ভাল-মন্দ রিপোর্ট শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন। এতে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপদেশমূলক বক্তব্য থাকতে পারে। অভিভাবকও অনুরূপ রিপোর্ট শিক্ষককে পাঠাবেন। নানা সমস্যার কারণে বাঞ্ছিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের বিকল্প হিসেবে এ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

১৪।অন্যান্য দেশের মত শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন করে এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পারিবারিক পরিবেশ একে অন্যের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থার সাথে একটি গৃহ-পরিবেশ পুরোপুরি সম্পৃক্ত। তাই অভিভাবকগণ কেবল নিজ নিজ সন্তানের জন্য নিজ গৃহ সম্পর্কে সচেতন হলেই চলে না, বরং সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজের সকল শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষক যদি মিলেমিশে পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করেন তবে যে সকল বাধা-বিঘ্ন শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে তা উত্তরণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান তবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রয়োগ করে সর্বাঙ্গীন উন্নতির আমোঘ সুযোগ লাভ করবে।

আমরা চাই আমাদের মধ্যে আমাদের বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে এমন শক্তি সহযোগিতা ও মূল্যবোধ জেগে উঠুক যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে উন্নততর বিদ্যালয় ও সমাজ যেখানে শিক্ষার্থীরা সার্থক শিক্ষা লাভ করে মহত্তর মানুষে রূপান্তরিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ছেলেমেয়েদের যোগ্য শিক্ষক কে?

i) মাতা-পিতা
ii) প্রধান শিক্ষক
iii) শ্রেণী শিক্ষক
iv) খেলার শিক্ষক

খ. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় কি রাখতে বাধ্য করে?

i) বইপত্র
ii) কলম
iii) জ্যামিতি বক্স
iv) ব্যক্তিগত নোট বই

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ছাত্র-ছাত্রীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যালয়ে কাটে মাত্র --------- ঘন্টা।

খ. নিরক্ষরের হার ---------- গোষ্ঠির মধ্যেই বেশি।

২। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বালক-বালিকাদের সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা বিদ্যালয়ের একক দায়িত্ব।

খ. আমাদের বিদ্যালয়গুলোকে কেবল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই চলবে না, অভিভাবকদেরও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব নিতে হবে।

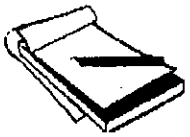

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। বিদ্যালয় প্রশাসনের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। বিদ্যালয় প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা ব্যাখ্যা করুন।
৩। বিদ্যালয় প্রশাসনের মূলনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
৪। কীভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরি করা হয়?
৫। বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কী?
৬। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৭। শিক্ষকের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করুন।
৮। "শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষা নির্ভর করে শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতার ওপর"- আলোচনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। ক. iii　　১। খ. iii
২। ক. মি　　২। খ. স

পাঠ ৩.২

১। ক. iii　　১। খ. i
২। ক. মি　　২। খ. স

পাঠ ৩.৩

১। ক. iii　　১। খ. iv
২। ক. সার্বজনীন　　২। খ. বিশ্বাস
৩। ক. মি　　৩। খ. স

পাঠ ৩.৪

১। ক. iv　　১। খ. iv
২। ক. অবৈতনিক　　২। খ. প্রধান শিক্ষক
৩। ক. মি　　৩। খ. স

পাঠ ৩.৫

১। ক. i　　১। খ. ii
২। ক. প্রশাসক, নেতা　　২। খ. দলগত
৩। ক. মি　　৩। খ. স

পাঠ ৩.৬

১। ক. iii　　১। খ. ii
২। ক. ক্ষুদ্রাকার　　২। খ. জীবন্ত
৩। ক. স　　৩। খ. মি

পাঠ ৩.৭

১। ক. i　　১। খ. iv
২। ক. ৪-৫　　২। খ. অভিভাবক
৩। ক. মি　　৩। খ. স